The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 1, pp 147-169
ISSN 2306-3920, DOI :

# উখিয়া-টেকনাফের স্থানীয় শ্রম বাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির প্রভাব

**মোঃ আলী করিম***

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সর্বশেষ আগমনে বহুমাত্রিক সংকট বিস্তৃত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হিসেবে রয়েছে স্থানীয় শ্রম বাজার। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। যা উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তুলনায় বর্তমানে দ্বিগুণের বেশি। এতো অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ করে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির ফলে কক্সবাজারের স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রভাব হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এ এলাকায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ও বসতি স্থাপন করায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে নানামুখি চাপ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। যখন শরণার্থীরা বৃহৎ পরিসরে স্থানীয় শ্রমের বাসিন্দাদের সাথে একযোগে শ্রমবাজারে সস্তা শ্রমের সরবরাহ করে স্থানীয় শ্রম বাজারের জন্য তখন একটি “চাপ” সৃষ্টি হয়। এতে পণ্য এবং পরিষেবার আপেক্ষিক মূল্যগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হওয়াও স্বাভাবিক বিষয়। স্থানীয় পর্যায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হলেও ভূমিহীন কৃষক বা স্থানীয় শ্রমিকদের সমস্যা বেশ জটিল হচ্ছে। এ গবেষণা প্রবন্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রম বাজারের প্রভাব বলতে স্থানীয় শ্রমের বাজার ও মজুরি বিশ্লেষণ বিশেষ করে কৃষি শ্রমের মজুরি হ্রাস এবং মৎসজীবী বা মৎস শ্রমিক ও শ্রমের মজুরি হ্রাসের নাজুক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। গবেষণা এলাকা হিসেবে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ এ দু'টি উপজেলাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতির এ গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে উক্ত দু'টি উপজেলায় স্থানীয় বাজারে শ্রমের যোগান বৃদ্ধির ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ সহায়ক হতে পারে।]

**মুখ্যশব্দ :** *শ্রম বাজার, মজুরি হ্রাস, সস্তা শ্রমিকের আধিক্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বেকারত্ব বৃদ্ধি।*

## ১. ভূমিকা:

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া-টেকনাফ উপজেলায় বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ সংকট তৈরি করেছে। যেমন স্থানীয়দের জীবন-যাত্রায়,

* **ড. মোঃ আলী করিম :** সহযোগী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে ও বিশেষ করে স্থানীয় শ্রম বাজারে সমস্যার কারণও হচ্ছে এ রোহিঙ্গা উপস্থিতি। স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের চাকরি, ব্যবসা হারিয়েছে এবং পেশাদার ও দক্ষ শ্রমিক থেকে কম পেশাদার ও অদক্ষ শ্রমিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী চাষাবাদ, মৎস্য ও বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল সেগুলোও সমস্যায় পড়ছে Moslehuddin et al., (2018)। এ গবেষণায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর রোহিঙ্গাদের প্রভাব বুঝতে স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শ্রম বাজার, মৎস্য শ্রমিকের জীবন ও জীবিকায় পরিবর্তনের অবস্থা বোঝা প্রয়োজন। এছাড়া এ অঞ্চলের শ্রম বাজারের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কিছু গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে Quader et al., (2020)। এ গবেষণায় শুধু কৃষি ও মৎস খাতের শ্রমিক ও মজুরি বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা থাকায় এ বিষয়ে গবেষণা খুব একটা দৃষ্টিগোচর হয়নি। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে দারিদ্র্য এবং পরিবেশগত সংকট ঘনিষ্ঠভাবে দুষ্ট চক্র তৈরি করেছে কারণ তারা একে অপরের জন্য সহায়ক সমস্যা হিসেবে কাজ করে Duraiappah, (1998)। সুতরাং এ গবেষণা রোহিঙ্গা আগমনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন অন্বেষণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় শ্রমের বাজার বুঝতে সহায়ক হবে। প্রাথমিকভাবে এ সকল রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার দায়িত্ব পালন করে, যা পরে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয় ISCG Humanitarian Response Plan, (2018)। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে রোহিঙ্গাদের জন্য অস্থায়ী বসতি স্থাপন করা হয়েছে Islam, et al., (2017)। এ দু'টি উপজেলায় পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জনসংখ্যা স্থানীয় জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে প্রতিটি স্থানীয় বাসিন্দার তুলনায় তিনজন রোহিঙ্গা বলে অনুমান রয়েছে Post et al., (2019)। এ অতিরিক্ত সংখ্যক রোহিঙ্গা উপস্থিতি স্থানীয় সম্প্রদায়ের শ্রম বাজার, জীবিকা, পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সরকারি পরিষেবার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর শরণার্থীদের সমস্যা সৃষ্টি হয় যে সকল কারণের তা হলো, রোহিঙ্গাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা, শিবির ব্যবস্থাপনা নীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা প্রভৃতি (Maystadt et al., 2019)। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উপস্থিতি এলাকায় স্থানীয় সম্পদের ওপর স্থায়ী চাপ সৃষ্টি হতে পারে বিধায় এ পরিবর্তিত পরিস্থিতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনকে দীর্ঘমেয়াদী সংকটে ফেলতে পারে কিনা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে স্থানীয় শ্রম বাজার বোঝার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ গবেষণা প্রবন্ধে স্থানীয় শ্রম বাজার ও মজুরি বিশ্লেষণ; কৃষি শ্রমের মজুরি হ্রাসের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং মৎসজীবী বা মৎস শ্রমিক ও শ্রমের মজুরি হ্রাসের কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থানীয় শ্রম বজারে রোহিঙ্গা উপস্থিতির প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

### ১.১ গবেষণার পটভূমি

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্থানীয় পর্যায়ের শ্রম বাজারেও প্রভাব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ যে কোনো এলাকার শরণার্থী উপস্থিতিতে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদায় চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে Khatun, (2017)। তবে ২০১৭ সালের ন্যায় এতো বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ইতিপূর্বে আগমন ঘটেনি বিধায় পূর্বে বাংলাদেশের স্থানীয় শ্রম বাজারে এর এতোটা সংকট লক্ষ্য করা যায়নি। স্থানীয়দের জীবন-জীবিকা, শ্রম বাজার ও পেশা ইত্যাদি বিষয় জানার মধ্য দিয়ে স্থানীয় শ্রম বাজারে রোহিঙ্গা উপস্থিতির প্রভাব বুঝতে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফ এর অর্থনীতির উপর রোহিঙ্গা উপস্থিতির প্রভাব নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। আরেকটি উদ্বেগ হল কক্সবাজারের স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এবং শ্রমের দাম নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাছ ধরার নৌকায় এক দিনের শ্রম হিসেবে ৬০০ টাকা করে প্রতিদিনের কাজের জন্য শ্রমিকরা পেতেন। বর্তমান একজন রোহিঙ্গা শ্রমিককে ২০০ টাকায় সে কাজ দেওয়া যায়। শিবিরের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের নিজেদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে, জীবিকা অর্জন করতে বা একটি টেকসই সমাধান অনুসরণ করতে সরকারী নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, যা তাদের আন্দোলন এবং অধিকার সীমিত করে থাকে Sullivan, (2018)। অনেক রোহিঙ্গার ক্যাম্পের বাহিরে কাজ করার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা থাকলেও তাদের এদেশীয় আইনে তা অনুমতি দেওয়া হয় না Xchange, (2018a)। ২০১৮ সালের একটি জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উনচিপ্রাং এবং শামলাপুর ক্যাম্প (২০১৭ সালে আসা বেশিরভাগ রোহিঙ্গাদের নিয়ে গঠিত ক্যাম্প) ৫৪% মানুষ কর্মসংস্থান খুঁজে পায় (যথাক্রমে ৬০% পুরুষ এবং ৫১% নারী) Xchange, (2018a: 14)। বেশিরভাগই পরিবারের সদস্যদের সহায়তার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনের জন্য অর্থ খরচ করে (৩৩.৫%), অ-খাদ্য সহায়তা বিক্রয় করে (২৭.৫%) এবং খাদ্য সহায়তা বিক্রয় করে (২৭.১%) Xchange, (2018a: 15)। অন্য সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রোহিঙ্গাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যা (৪৩%) তাদের প্রয়োজন মেটাতে নগদ অর্থের জন্য সহায়তা সামগ্রী বিক্রি করছে Ground, (2018: p. 1)। কিছু উদ্বাস্তু রয়েছে যারা শিবিরে 'স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ ও খালাসের কাজ করে IFRC, (2018a; 2018b)। এ গবেষণায় আরও দেখা যায়, টেকনাফ এবং উখিয়া উভয় অঞ্চলে স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গাদের যোগাযোগ হয়। প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন (৭৫%) রোহিঙ্গাদের সাথে 'সপ্তাহে অন্তত একবার' যোগাযোগ করেছেন এবং ৭০% বলেছেন যে তারা কখনও রোহিঙ্গাকে সাহায্য করেছেন। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যখন তাদের কাছে আসেন তখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে খাবার, আশ্রয়, পোশাক এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে। যদিও কিছু উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তারা এখনও রোহিঙ্গাদের জন্য ৩০% সম্পদ জন্য উৎসর্গ করছেন Xchange, (2018a)। রোহিঙ্গাদের প্রত্যহিক জীবনের নিত্য প্রয়োজন মেটাতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এ প্রয়োজন মেটাতে তারা কেউ কেউ শ্রম বিক্রি করতে ক্যাম্পের বাহিরে কাজে যোগ দিচ্ছে। এ অবস্থায় স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় রোধ করা কঠিন হতে পারে। এটি স্থানীয় শ্রম বাজারের পাশাপশি বাংলদেশের অর্থনীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনিবার্য ক্ষতির কারণও হতে পারে Crabtree, (2010)। তাই এ গবেষণায় স্থানীয় শ্রম বাজারে সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

### ১.২ গবেষণা সমস্যা

একটি দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয় ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী নাগরিকদের। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের এক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এক দশকে এ দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেড়েছে গড়ে দেড় শতাংশ। যদিও একই সময়ে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দশমিক দুই (০.২) শতাংশ। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানা দুর্বিপাকে চাকরি হারিয়েছেন অনেকে। এতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ও নতুন কর্মসংস্থানের গড় প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে কর্মহীনতা বৃদ্ধির গড় হার। বিশ্বব্যাংকের ভাষ্যমতে, ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রকৃত জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার (৬ দশমিক ৪ শতাংশ) বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে বেশি তথ্যসূত্রঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা পরিসংখ্যান/বিশ্বব্যাংক (২০২৫)।'

**সারণী-১ : বাংলাদেশে একদশকে কর্মসংস্থানের সূচক**

| **২০১৩-২০২২ পর্যন্ত** | | |
|---|---|---|
| গড় বয়স ১৫-৬৪ বছর | কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী** | ১.৫% |
| | কর্মসংস্থান | ০.২% |
| | কর্মহীনতা | ২.০% |

**তথ্যসূত্র :** আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা পরিসংখ্যান/ বিশ্বব্যাংক, ২০২৫

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উপস্থিতির ফলে অন্যান্য সমস্যার ন্যায় স্থানীয় পর্যায়ের শ্রম বাজারেও প্রভাব দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনে যে অভিঘাত এসেছে তা শুধু তারাই বুঝতে পারেন যারা এ এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করছে। এ গবেষণা এলাকাটি কৃষি ও মৎস্য এবং সমুদ্র উপকূলীয় দারিদ্র প্রবণ সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা নষ্ঠ এবং পাহাড় কাটা, মাটি ক্ষয় এবং ভূমিধসের কারণে বর্ষাকালে এর প্রভাবসমূহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে স্থানীয় কৃষি ও মৎস্য পেশাজীবিদের মজুরি কমে যাওয়ায় তাদের জীবনে নানা ধরণের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেই বললেই চলে তারা শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হন। এতে তাদের চাকরির বাজারে আরও প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখা দিচ্ছে এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদের মজুরি হ্রাস পেলেও তারা বাধ্য হয়ে কম মজুরিতে কাজ করছে Chambers, (1986, pp. 250-251)। যে কোনো রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো তার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার পর অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা। কিন্তু এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও দৈনন্দিন চাহিদার ফলে স্থানীয়দের মৌলিক চাহিদার প্রতি যথপোযুক্ত নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আগমনের পর স্থানীয় শ্রম বাজারের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে এ প্রবন্ধটিতে স্থানীয় শ্রম বাজারের চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রভাব অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কীভাবে কক্সবাজারে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে শ্রমবাজারে প্রভাব ফেলছে তা বুঝতে এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন শ্রমের বাজারে প্রভাব পর্যালোচনা করা। মূল উদ্দেশ্যের আলোকে এ গবেষণার বিশেষ উদ্দ্যেশ্যসমূহ হলো-

ক. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রম বাজার পর্যালোচনা;

খ. কৃষি-মৎস্য শ্রমিক ও মজুরিহ্রাসের কারণ অনুসন্ধান; ও

গ. শ্রম বাজারে রোহিঙ্গা উপস্থিতির প্রভাব ও উত্তরণে করণীয় বিশ্লেষণ।

### ২. সাহিত্য পর্যালোচনা

শ্রম বাজারের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০১৫ সালে পেশাগত চাকরিতে দেশের মানব পুঁজি পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী (SDP) চালু করেছে (Market Demand Analysis For Cox's Bazar District, Brac (Draft report), (2021)। এ গবেষণায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন শ্রমের বাজার ও মজুরি বিশ্লেষণ ও মৎস শ্রমিকের মজুরিহ্রাসের কারণ অনুসন্ধানে সাহিত্যে পর্যালোচনাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

## ২.১ শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি ও মজুরি

বাংলাদেশের শ্রম বাজার তিন ধরনের বাজার নিয়ে গঠিত: আনুষ্ঠানিক, গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক এবং শহুরে অনানুষ্ঠানিক ও Titumir and Hossain, (2003), Learning for Skill Formation and Employability: A Strategic Framework for Informal Sector in Bangladesh। আনুষ্ঠানিক শ্রম বাজার কাঠামোর অধীনে মোট শ্রম শক্তির একটি ছোট অংশ কাজ করে Basak, (2013), Accumulation and Alienation: State of Labour in Bangladesh 2013। যদিও Sood and Seferis, (2014), "Syrians contributing to Kurdish economic growth" বলেছে, শরণার্থীরা যদি এমন কোনো এলাকায় পৌঁছায় যেখানে শ্রম সরবরাহের ব্যবধান থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে মজুরির ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াই শরণার্থীরা স্থানীয় শ্রম বাজারে অংশ নিতে পারে। কিন্তু কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের শ্রম শক্তিতে নতুন প্রবেশকারীদের ফলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে, কারণ শ্রম বাজারে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধির ফলে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে Kundu et al., (2016), Skills for Dynamism in Labour Market of Bangladesh: Assessment of Allied Factors। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমশক্তির যোগান প্রায় দ্বিগুণ হারে বাড়ে Titumir and Hossain, (2003), Learning for Skill Formation and Employability: A Strategic Framework for Informal Sector in Bangladesh। এ গবেষণা এলাকায় মোট জনসংখ্যার ১৫ বা তার বেশি বয়সী শ্রমিকের উপস্থিতি রয়েছে; যাদের মধ্যে নারী শ্রমিক রয়েছে ৫০.৪% BBS, (2017), Quarterly Labour Force Survey Bangladesh 2015-16। ২০১৬ সালে শ্রমের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা অনুসরণ করে শ্রমশক্তিতে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮১.৯ এবং ৩৫.৬ শতাংশ। তবে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় প্রায় সমান জনশক্তি শ্রমিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে BBS, (2017)। ২০১৭ সালে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ঘটলে স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ কঠিন সংকটে পড়ে। Impacts of the Rohingya refugee influx on host communities. UNDP, (2018) রুইজ এবং ভার্গাস-সিলভা (২০১৩) এর মতে, শ্রম বাজার প্রতিস্থাপনে প্রধান নিয়ামক শক্তি শরণার্থীদের ভাষা দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অবস্থান; যা স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতা তৈরি করতে সক্ষম হয়। তিনি আরও মনে করেন, শ্রমজীবী মানুষ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয়রা শ্রমবাজার হারায় এবং কম মজুরিতেও শরণার্থীদের কাজ করার প্রবণতা থাকায় সাধারণত স্থানীয় শ্রমিকের মজুরি কমে। এছাড়াও স্বেচ্ছায় নিযুক্ত কম পারিশ্রমিকের প্রান্তীক শ্রমজীবী মানুষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হন Ruiz and Vargas-Silva, (2013), "The Economics of Forced Migration"। এমতাবস্থায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে যৌক্তিকভাবে শ্রম বাজারে অদক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে; যা মজুরি হ্রাসের অন্যতম কারণ। প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে ৫০ শতাংশ নিত্য পণ্য মূল্য বৃদ্ধি, দৈনন্দিন শ্রমিকের মজুরি হ্রাস, স্থানীয় পরিবারের দারিদ্র্য সীমার নিচে অবনমন ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল কমে যাওয়া ইত্যাদি রয়েছে। ইউএনডিপি'র রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মজুরির শতকরা পরিবর্তন যেখানে সাধারণ মজুরির হার শরণার্থী আগমনের পর মজুরি নিম্নগামী হয়েছে UNDP household survey, (2018)।

## ২.২ কৃষি শ্রমিকের মজুরি

যখন বিপুল সংখ্যক স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিযোগিতা করে তখন রোহিঙ্গাদের আগমন স্থানীয় শ্রমবাজারের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, BIPSS (2017, p. 4)। Socio-

economic Status Changes of the Host Communities after the Rohingya Refugee Influx in the Southern Coastal Area of Bangladesh এ গবেষণা বলছে, মিয়ানমার থেকে এই অঞ্চলে জনসংখ্যার অনুপাতে স্থানীয় বাসিন্দার স্থলে তিনজন রোহিঙ্গা উপস্থিতর কারণে তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকায় প্রভাবিত করছে Post et al., (2019), Moving beyond the Emergency: A Whole of Society Approach to the Refugee Response in Bangladesh, CDGIRC। আরও সুনির্দিষ্টভাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি-UNDP, (2018) দেখেছে যে, দৈনন্দিন শ্রমের মজুরি (৫০০-৬০০ BDT থেকে ২০০ BDT পর্যন্ত) প্রায় ৬৫% কমেছে। দৈনিক মজুরির সাথে সম্পর্কিত পেশা-শ্রম, পরিষেবা এবং বার্ষিক আয় হ্রাস হলেও পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অবস্থা বিবেচনা করলে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা আগমনের পর অনেক গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। অর্ধেকেরও বেশি গ্রামে নিম্ন আয়ের মানুষ বেড়েছে এবং শরণার্থী আগমনের পর তারা অনেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলে রোহিঙ্গা আগমনে বিভিন্ন কারণে বেশিরভাগ গ্রামের আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হয়েছে। এ গবেষণার ফলাফল সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা আগমনে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত Babu, (2020), The impacts and challenges to host country Bangladesh due to sheltering the Rohingya refugees। স্থানীয় সম্প্রদায় প্রাথমিকভাবে রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানালেও তাদের সংখ্যা বাড়ায় স্থানীয়রা বর্তমানে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করেছে।

Emese, (2016-2018), The impact of refugees on host countries: A case study of Bangladesh under the Rohingya influx এর তথ্য মতে আগস্ট, ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে অর্থায়নে দাতা দেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় শ্রম বাজারে রোহিঙ্গারা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে প্রতিযোগিতা করছে। কারণ তারা স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় কম মজুরিতে কাজ করতে বধ্য হয়ে থাকে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিঙ্গাদের শিবির ছেড়ে স্থানীয় শ্রম বাজারে বা গ্রামসমূহে তাদের কাজ করার অনুমতি নেই। তারপরও তারা স্থানীয় শ্রম বাজারে বা গ্রামসমূহে সস্তা শ্রমের যোগান সরবরাহ করে। কিন্তু এ শ্রমবাজারে তাদের অনানুষ্ঠানিক উপস্থিতি প্রমাণ করা কঠিন। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজারে প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

Idrish et al., (2024), GSC Advanced Research and Reviews, Deconstructing the nexus between the influx of Rohingya refugees and the economy (Labor) in Cox's Bazar, Bangladesh গবেষণায় স্থানীয় বাংলাদেশি শ্রমিকদের তুলনামূলক পারিশ্রমিকের একটি বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে স্থানীয় শ্রমিকরা প্রতিদিন ১০০০ BDT ($১০ USD) পায়, সেখানে রোহিঙ্গা শ্রমিকরা দৈনিক প্রায় ৬০০-৭০০ BDT ($৬-৭ USD) উপার্জন করে বলে জানা যায়। তাদের কাজের সময় এবং মজুরি প্রদানের শর্তাবলী উল্লেখ করে লিখিত চুক্তি বা চুক্তির অনুপস্থিতি উল্লেখ করেছে। বিশেষ করে স্থানীয় শ্রমিকদের মতে, রোহিঙ্গাদের স্বল্প মজুরি গ্রহণ করার ইচ্ছা স্থানীয় শ্রমিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। যার ফলে তাদের পরিবারের পরিষেবার চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। কম মজুরিতে কাজ দেওয়ায় স্থানীয় জনগণের আয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে যাদের আয় কম। অন্যদিকে, রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে বাংলাদেশি জনসংখ্যার বড় একটি অংশের জন্য মজুরি এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে তারা অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। রোহিঙ্গাদের আগমনের পর স্থানীয় দিনমজুরগণ সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত বা দুর্ভোগে পড়েছে। ফলে রোহিঙ্গা কর্মক্ষম পুরুষরা ক্যাম্পের বাইরে অনেক জায়গায়

অবৈধভাবে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে এবং স্থানীয় শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরিতে কাজ পায়। এছাড়া স্থানীয় কৃষক ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকরা কম মজুরিতে কাজ করার জন্য রোহিঙ্গাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না।

**২.৩ স্থানীয় মৎস্য শ্রমিক ও শ্রমের মজুরি হ্রাস**

Karim, et al., (2015), Labour in Fishing Sector of Bangladesh, Mapping, Status and Awareness about Rights বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ কর্মশক্তি মৎস্য খাতে জড়িত। এখানে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের পাশাপাশি নদী, খাল, বিল ও পুকুর প্রভৃতি জলাশয় রয়েছে। তাছাড়া বর্ষাকালে দেশের অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই মাছ উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এ খাতকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কার্যকর খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মৎস্য খাত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৪.০ শতাংশ অবদান রাখে এবং মোট জনসংখ্যার ১৭.৮ মিলিয়ন মানুষের (১১%) কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় Hussain, (2016), Fisheries Statistics in Bangladesh: Issues, Challenges and Plans. Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics। প্রকৃতপক্ষে মৎস শ্রমিকদের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের শিকার। মৎস্য খাতে নিয়োজিত জনশক্তির সংখ্যা ও অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমানে বিভিন্ন কারণে মাছ ধরার ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলেদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের মৎস্য খাতকে শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা সীমিত মৎস্য সম্পদের তুলনায় অত্যধিক। কোনো কেনো ক্ষেত্রে মাছের উৎপাদন হ্রাস এবং তা প্রায়শই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করছে না Aghazadeh, (1994), Fisheries Socio-Economic Analysis and Policy। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই দরিদ্র এবং শ্রমজীবী মানুষ Baldwin et al., (2018), 'Rohingya refugees test Bangladeshi welcome as prices rise and repatriation stalls'।

২০১৭ সালের আগস্টে নিরাপত্তার কারণে নাফ নদীতে মাছ ধরার উপর জিওবি (বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ অঞ্চলের ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ জেলে এবং তাদের পরিবার জীবিকা হারিয়েছে। আগে জেলেদের গড় মাছ ধরার বার্ষিক আয় ৪০,০০০ টাকা থেকে ৯০,০০০ টাকা (USD$১=৮৫ বাংলাদেশী টাকা) ছিল। একটি অনিশ্চিত সময়ের জন্য মাছ ধরার উপর বাংলাদেশ সরকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে এই উৎস থেকে তাদের অনেকের আয় প্রায় শূন্য অবস্থায় চলে এসেছে WFP, (2017), Livelihoods in the Teknaf-Ukhia peninsula: Baseline study। এতে অনেক স্থানীয় জেলে শ্রমিক বা দিন মজুর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। রোহিঙ্গাদের স্থানীয় মৎস শ্রমের বাজারে অংশগ্রহণের ফলে স্থানীয়দের জন্য প্রতিযোগিতা দৈনন্দিন কর্মসংস্থানের সুযোগসমূহ হ্রাস করেছে United Nations Development Programme, UNDP (2018, p. 6)। আলী (২০১৪) দেখিয়েছেন, ৮৭ শতাংশ দরিদ্র জেলে যাদের মাসিক আয় ৫,০০০ টাকার কম এবং তাদের এনজিও ঋণের উপর নির্ভর করতে হয় Ali, (2014), Fisher's access to fisheries resources under different management systems and their livelihood issues।

আঘাজাদেহ (১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে, মৎস শ্রমিক নদীর তীরের কাছাকাছি গ্রামে বাস করে। এছাড়া ভূমির একেবারে প্রান্তে যেখানে জমি সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল, ক্ষয় সাপেক্ষ এবং প্রায় ৭০-৮০% কোন পর্যাপ্ত আবাসনও নেই। এদের প্রায় ২৫ শতাংশ গৃহহীন এবং নৌকায় বসবাস করে Aghazadeh, (1994), Fisheries Socio- Economic Analysis and Policy। আলী

দেখেছেন যে, প্রায় ১২ শতাংশ জেলে ভূমিহীন, ৭২ শতাংশের কেবল বসতবাড়ি এবং ১৬ শতাংশের কৃষিজমি রয়েছে। এ সকল ভূমিহীন মানুষের বসবাস বেড়িবাঁধ, রাস্তার ধারে বা অন্যের জমিতে নির্মিত বাড়িতে। এ সকল জেলে শ্রমিকের গড়ে প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ নিজেদের মাছ ধরার নৌকা নেই এবং ৩০ শতাংশের মাছ ধরার কোনো সরঞ্জাম নেই। তারা শ্রম হিসেবে মহাজনদের মালিকানাধীন নৌকা ও জাল ব্যবহার করে মাছ ধরে থাকে Ali, (2014), Fisher's access to fisheries resources under different management systems and their livelihood issues। জেলেদের ঋণের প্রধান উৎস এনজিও হলেও তারা মহাজন, আড়তদার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে Ali, (2014), Fisher's access to fisheries resources under different management systems and their livelihood issues।

### ৩. ধারণাগত কাঠামো

বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার নেমে এসেছে ৫৮.৯ শতাংশে, যেখানে ২০২২ সালে এই হার ছিল ৬১.২ শতাংশ। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বাড়লেও তাদের বড় অংশ কাজের বাজারেই আসছে না। পেশা হিসেবে কক্সবাজারের গ্রামীণ পরিবারের অন্যতম প্রধান জীবিকা হলো কৃষি কাজ ও মাছ ধরা। এর মধ্যে টেকনাফে প্রায় ৫৬% পরিবার কৃষিকাজে নিয়োজিত, যারা দৈনিক শ্রমিক হিসেবে মজুরির পায়। এছাড়া পেশাদার কৃষক দ্বৈত জীবিকা নির্বাহের কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে (জানুয়ারি-জুন) অপরিশোধিত লবণ উৎপাদন করে এবং বর্ষাকালে (জুলাই-নভেম্বর) একই জমিতে মাছ চাষ হয়। এ দুই শ্রেণি পেশার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে বেশিরভাগই নিম্ন বা নিম্ন-মধ্যম অর্থনৈতিক শ্রেণীতে পড়ে। তাদের অনেকেই দরিদ্র আবাসন পরিস্থিতিতে বাস করেন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সীমিত এবং সরকারি ঋণ সুবিধার অভাবে মূলধনের জন্য স্থানীয় মহাজনদের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন। এ সকল জেলেদের বার্ষিক পারিবারিক আয় সাধারণত কম এবং অনেকেই জীবনযাপনের জন্য সংগ্রাম করে। তবে, জেলেদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও অনেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ ঋণ করেন। প্রান্তিক কৃষক এবং জেলেরা উল্লেখযোগ্যভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

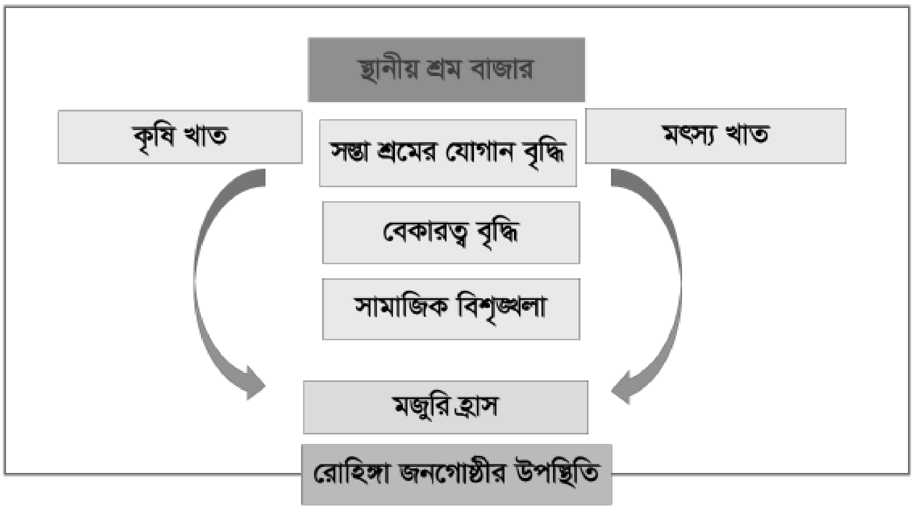


**উৎস:** গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

### ৩.১ স্থানীয় শ্রম বাজার

স্থানীয় শ্রমবাজারে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ বা নিয়োগকর্তা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। এ ক্ষেত্রে শ্রমবাজারে নিয়োগকর্তা ব্যক্তি কম মজুরিতে সেরাদের নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা করে। অন্যদিকে শ্রমিকরা সাধারণত সর্বোত্তম সন্তোষজনক কাজের চেষ্টা করেন। যে কোনো অর্থনীতিতে শ্রমবাজার, শ্রমের চাহিদা এবং সরবরাহের উপর প্রভাবিত করে। শ্রম বাজারে শ্রমের চাহিদা হল শ্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং সরবরাহ হল শ্রমিকের কর্মঘন্টা প্রদান। শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সরবরাহ বেশি হলে শ্রমিকের কর্মঘন্টা প্রদানের জন্য সস্তার প্রতিযোগিতা হয় অর্থাৎ মজুরি কমে যায় এবং কখনও কখনও মালিক পক্ষ কর্ম ঘন্টা বেশি পায়। এর ফলে স্বল্প-দক্ষ কাজের জন্য দৈনিক মজুরি হ্রাস পায়। উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ, লবন চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ভ্যান-রিকশা শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন পেশায় জড়িত রয়েছে। সামগ্রিকভাবে কক্সবাজারে labour force participation rate (LFPR) ৫৪.৮ শতাংশ যা জাতীয় গড় ৫৮.২ শতাংশ থেকে প্রায় ৩.৪ শতাংশ কম। এটি টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলায় (LFPR) জাতীয় গড় থেকে একটু বেশি (BBS, 2018)। কক্সবাজারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় ও ব্যয় একই বিধায় তারা কখনও বিপদগ্রস্ত হলে সেটি মোকাবেলা করার সক্ষমতা থাকে না। তবে, শ্রমিকের মজুরি আগের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কমেছে। এ ক্ষেত্রে ৬৪টি জেলার মধ্যে কক্সবাজার ৪৯তম স্থানে রয়েছে। এ কম মজুরি সম্ভবত শিল্পে কাজের অভাব এবং গ্রামীণ অ-কৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবের প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে হতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসবাসের এলাকায় বিপুল পরিমাণে রোহিঙ্গাদের বসবাস ও যাতায়াতের ফলে এক ধরনের পরিচিতি এবং কম মজুরিতে তাদের শ্রম বাজরে অংশ গ্রহণ বাড়ছে। সুতরাং স্থানীয়রা বিভিন্ন পেশায় শ্রমের ন্যায্য মূল্য হারাতে পারে।

### ৩.২ কৃষি ও মৎস্য খাত

বাংলাদেশ ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে প্রধানত কৃষি-অর্থনীতি ভিত্তিক দেশ। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (ডব্লিউডিআর) ২০০৮ অনুযায়ী, গ্রামীণ কৃষি শ্রম বাজারকে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের কার্যকর পথ তৈরি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ; যা নীতি নির্ধারণে বেশ দুর্বল অবস্থানে রয়েছে World Bank (2007a, p. 202)। বিশেষ করে ২০১৩ সালে World Bank বলেছে শুধু কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা খুব জটিল। তাই কৃষিতে শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্য এবং কাজের সহজলভ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার চাষের জমি হ্রাসের প্রবণতা অনুসরণ করে ০.১৩ থেকে ০.০৮ হেক্টর চাষের জমি হ্রাসের কারণে গড় জমির প্রায় ৪০% হ্রাস পেয়েছে এবং বার্ষিক আয় কমেছে প্রায় ২৪%। এ দুই উপজেলায় আশ্রিত এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ায় স্থানীয়দের পরিবারিক বার্ষিক আয়ের পরিবর্তনসমূহ সমান আনুপাতিক নয় World Bank, (2012)। অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকা সত্ত্বেও মৎস্য শ্রমিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। উপকূলীয় মৎস্য চাষের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ হলো- ১) উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক জনসংখ্যা ২) জেলেদের আর্থিক নিম্ন মুখিতা, সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অবস্থান ৩) বিকল্প আয়ের উৎসের অভাব এবং ৪) পরিবেশ সচেতনতার অভাবসহ প্রভৃতি রয়েছে (fao.org/docrep/field/003)। এ জেলেদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার পরও বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গৌরব অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে Ahmed, (2015)। জীবিকার উৎস হিসেবে মাছ ধরা এদেশের জনগোষ্ঠীর প্রাচীন একটি পেশা, যা বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। মৎস্য অধিদপ্তর (DoF) দ্বারা মাছ ধরার অধিকার হিসেবে লাইসেন্স প্রদান, নদীতে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার, প্লাবনভূমি মজুদ এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক মৎস্য

ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মৎস্য-ভিত্তিক জীবিকার দুর্বলতা এবং মৎস্য শ্রমিকদের প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সংবেদনশীল Sultana et al., (2003)। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছ ধরা একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকায় পরিণত হয়েছে। মৎস সম্পদের প্রকৃতি, সমুদ্রের প্রতিকূল পরিবেশ এবং পণ্যের পচনশীলতাও শ্রম শক্তি নষ্টের কারণ হয়ে থাকে MRAG (2011, p. 3)।

### ৩.৩ স্থানীয় শ্রমিকের মজুরি হ্রাস

স্থানীয় শ্রমিকের মজুরি এবং সেবা প্রদানকারী কর্মীদের পরিবারিক বার্ষিক আয় কমছে। অন্যান্য সকল আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড ও বার্ষিক আয়ের কিছুটা পতন হয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের কাজের অনুমতি না থাকার পরও অনেক স্থানীয় নিয়োগকর্তা তাদের অর্থনৈতিক সংকটজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কম মজুরিতে নিয়োগ করে। তাই রুইজ এবং ভার্গাস-সিলভা তানজানিয়ায় পরিচালিত বিশ্লেষণে কৃষি শ্রমিক এবং উৎপাদকদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে, বর্ধিত প্রতিযোগিতার কারণে কৃষি শ্রমিকরা নেতিবাচক প্রভাব অনুভব করে। কারণ কৃষির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এতে বাজার নিজেই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় Ruiz & Vargas-Silva, (2013)। এছাড়াও ভূমি, শ্রম এবং পুঁজি বাজারকে প্রভাবিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা সৃষ্টি করে মজুরি সমন্বয় ও নির্ধারণে নিরুৎসাহিত করে। যার ফলে প্রকৃত মজুরির ওপর উর্ধ্বমুখী চাপ ও শিল্পাঞ্চল জুড়ে মজুরি এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি শিথিল সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। টিমার একটি সমীক্ষায় দেখায়, কৃষি শ্রমকে সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বাঁধা হিসেবে দেখা হয় Timmer, (1987)। যখন সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ উন্নতি লাভ করে, তখন কৃষি খাতে উৎপাদন হ্রাস না করেই কর্মশক্তি কমানোর প্রবণতা প্রকাশ পায়। শ্রমবাজার বিশেষ করে (কৃষি) শ্রমের মজুরি প্রায়ই পাশ কাটিয়ে গেলেও তাদের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জনগণকে উৎপাদনশীল এবং লাভজনক কর্মসংস্থান অর্জনে সক্ষম করে তোলে Oya and Pontara, (2015)।

সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা আগমনের কারণে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় কৃষি শ্রমিকগণ তাদের কাজ হারাচ্ছেন এবং এতে মজুরি হার ব্যাহত করছে। উখিয়া এবং টেকনাফে মার্চ-এপ্রিল ২০১৯ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, অতি দরিদ্র জনসংখ্যার বেশির ভাগই খামার বা অ-কৃষির শ্রমে নিযুক্ত রয়েছে Innovision Consulting Private Limited, (2019)। ইউএনডিপি'র জরিপ অনুযায়ী, উখিয়া ও টেকনাফের মজুরি গড়ে ২০% কমেছে অথচ কক্সবাজার জেলার বাকি উপজেলা মজুরি বেড়েছে ৬.৭%। রোহিঙ্গা আগমনে মজুরি ৪১৭ টাকা থেকে কমে ৩৫৭ টাকা হয়েছে UNDP, (2018)। কক্সবাজারে প্রতি মাসে আয়ের গড় স্থানীয়দের মাথাপিছু আয় অন্য এলাকার তুলনায় অনেক কম BBS, (2017c)। জীবিকা নির্বাহের জন্য রোহিঙ্গারা নিজেদের মজুরি কমিয়ে শ্রম বাজারে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গাকে আতিথেয়তা করার তাৎক্ষণিক মজুরি কমা এবং এতে কক্সবাজারে প্রায় ২,৫০০ পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতে হচ্ছে। কৃষি মজুরি হ্রাস এবং অদক্ষ শ্রমিকের কাজের স্পষ্টতা লক্ষ করা যাচ্ছে UNDP, (2018, p. 4)।

### ৩.৪ রোহিঙ্গা উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রম বাজার

সর্বশেষ ২০১৬ ও ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সহিংস হামলার পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উখিয়া-টেকনাফে আগমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে Ibrahim, (2016)। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ব্যাপক উপস্থিতিতে বাংলাদেশর স্থানীয় শ্রম বাজারে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশের

কক্সবাজার জেলার উখিয়া-টেকনাফ উপজেলায় এখন পর্যন্ত ১.৩ মিলিয়ন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরণের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার নিজস্ব বিশাল জনসংখ্যার এই বোঝা একা সামলাতে পারা সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও ধীর গতিতে কিন্তু স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে The World Bank, (2019)। স্থানীয় গ্রামগুলোতে নতুন করে ৫,৬০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গাকে আবাসন সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং তারা শিবিরের আশেপাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে UNHCR, (2018c)। উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার ৩৪টি শিবিরে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে Sahana et al., (2019)।

## ৪. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় কেবল কৃষি ও মৎস খাতের শ্রমবাজারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রভাব বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয় জনসংখ্যা উখিয়ায় ২,৬৩,১৫৮ জন ও টেকনাফে ৩,৩৩,৮৬৫ জন বাস করে জনশুমারী ও গৃহগণনা, (২০২২)। এছাড়া উপজেলাদ্বয়ে রোহিঙ্গা পরিবার সংখ্যা যথাক্রমে উখিয়ায় ৯,০৩,৬১৬ জন ও টেকনাফ ১৮১,৯০৪ জন UNHCR, (2024)। এ গবেষণায় শ্রম বাজারের কাঠামোর পরিবর্তে এর প্রকৃতি ও পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে Maanen, (1979, p. 520)' Hitchcock and Hughes, (1995, p.116)। এ গবেষণা লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন উৎস থেকে গৌণ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গৌণ তথ্যের মধ্যে একই সাথে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরণের তথ্যের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত শরণার্থী প্রত্যাবাসন কমিশন ওয়েবসাইট, ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে এসকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও গুগল স্কলার্স, গুগল সার্চের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্রিকা ও প্রতিবেদন থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। গবেষণা লক্ষ্য অনুযায়ী এই সকল উৎস থেকে তথ্যের বর্ণনা তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেগুলো আরও যাচাই-বাছাই করে গবেষণা লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন থিম গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় শ্রম বাজারে যে ধরণের সংকট তৈরি হয়েছে; সেটি বুঝতে বর্তমান গবেষণাটি কক্সবাজারের নির্বাচিত দু'টি উপজেলায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে দ্বৈতিয়িক বা গৌণ উৎস থেকে সংগৃহীত পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের দু'টি উপজেলায় গড়ে উঠেছে রোহিঙ্গাদের জন্য সর্ববৃহৎ শিবির। এ এলাকায় বাঙালি, স্বল্প সংখ্যক রাখাইন ও চাকমা ছাড়াও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে Mowla et al., (2021)। তাই এর প্রভাবকে আরও গভীরে বোঝার লক্ষ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন শ্রমের বাজারে যে ধরণের প্রভাব বিস্তার করছে সেটি বুঝতে বর্তমান গবেষণাটি সহায়ক হতে পারে। এ গবেষণায় বিভিন্ন রিপোর্ট, গবেষণাধর্মী জার্নাল, পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যের বিশ্লেষণ করা রয়েছে।

## ৫. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্তিতিতে স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রভাব বিশ্লেষণ

রোহিঙ্গাদের আগমনের কারণে বিভিন্ন সংকট বিশেষ করে শিবির এলাকায় শ্রমের মজুরি হ্রাস পেয়েছে। যদিও শুরুতে প্রায় পাঁচ লক্ষ স্থানীয় বাংলাদেশি তখনও তেমনটা সহায়তা পায় নাই Myat, (2018)। এ পরিস্থিতি স্থানীয় জনগণের সম্যসা বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতির গতি ধীর হতে পারে Alam, (2018)। রোহিঙ্গা আগমনের তাৎক্ষণিক প্রভাবে মৌলিক চাহিদার দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি

আশংঙ্কা করা হয়। এছাড়াও দৈনিক শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস, দারিদ্র্যসীমার নিচে বিপুল সংখ্যক লোকের সংখ্যা হ্রাস এবং একটি বিশাল সংরক্ষিত বনভূমি ধ্বংস হওয়া স্বাভাবিক বিষয় Islam, and Ahmed, (2017)। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি অনুসারে, রোহিঙ্গা বসতি স্থাপনের ফলে টেকনাফের স্থানীয় শ্রমিকদের আয় ১৪.৩ শতাংশ হ্রাসের আশংকা করা হয়। যদিও আগমনের আগে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ৪১৭ টাকা, তবে আগমনের পরে তা ৩৫৭ টাকায় নেমে এসেছে The Daily Star. (2019a)। যদিও নিয়মানুসারে শরণার্থীদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় না, তাই তারা কম মজুরিতে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়। এ কারণে আশেপাশের এলাকায় স্থানীয় দরিদ্র মানুষ ক্রমশ বেকার হয়ে পড়ছে Khan, (2017)। রোহিঙ্গাদের বিশাল আগমনের কারণে স্থানীয় শ্রমিকরা সস্তা শ্রমের সমস্যায় ভুগছেন। বিশ্বব্যাংকের ৭ অক্টোবর প্রকাশিত 'বাংলাদেশ দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন' অনুসারে, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা জনসংখ্যার আগমন স্থানীয় দারিদ্র্যের স্তর প্রায় ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। যেখানে আগস্ট ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে গড় দৈনিক মজুরি প্রায় ২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে The Daily Star, (2021)। সস্তা শ্রমের অবাধ সরবরাহের ফলে গবেষণা এলাকা উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ পূর্বের মূল্যে শ্রম বিক্রয় করে মজুরি পাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে এ সকল শ্রমজীবী মানুষ সস্তায় শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্য কোনো উপায় না থাকায় এ উপজেলা দু'টির কৃষি ও মৎস খাতের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ আরও প্রান্তিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৮ সালে এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং ইউকে এইড যৌথভাবে পরিচালিত একটি সমীক্ষা এই অঞ্চলের শ্রম বাজারে প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার শ্রমশক্তি জরিপ ইঙ্গিত করে যে, কৃষিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। কক্সবাজারের পরিষেবার আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বেগের বিষয় হল এখানে উৎপাদনশীল খাত কম রয়েছে তাই শ্রমজীবীর আয় হ্রাস পেয়েছে Lemma et al., (2018)। কক্সবাজারে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নরূপ-

**সারণী-২ : কক্সবাজার জেলায় বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকের শতকরা হার**

| **Sectors বিভাগসমূহ** | **% of workers শ্রমিকের শতকরা হার** |
|---|---|
| Crops/শস্য | ২২.৬ |
| Livestock/পশুসম্পদ | ৯.৪ |
| Manufacturing/কারখানায় উৎপাদন | ৮.৯৭ |
| Fisheries/মৎস্য | ৮.৭২ |
| Transport/পরিবহন | ৬.৮৫ |
| Construction /নির্মাণ শিল্প | ৬.৭৯ |
| Mining/খনিজ | ৫.১১ |
| Other services/অন্যান্য সেবা | ৪.৩ |
| Hotel and restaurant/হোটেল ও রেস্টুরেন্ট | ৩.৪২ |
| Education/শিক্ষা | ২.৪৩ |
| Utility/উপযোগিতা | ১.৭৪ |
| Public administration/লোক প্রশাসন | ১.১২ |
| Forestry/বনজ সম্পদ | ১.০৬ |
| Housing and real estate/বসত বাড়ি ও আবাসন | ০.৬২ |
| Health/স্বাস্থ্য | ০.৫ |

**Source :** Preliminary Cox's Bazar labor force survey (2018)

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি শ্রমশক্তি রয়েছে কৃষি খাতে ২২% এবং পর্যায়ক্রমে পশুসম্পদ ও মৎস খাতে ১৭.৭৬% বেশির ভাগ শ্রমিক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরপর অন্যান্য পেশার সাথে বিশেষ করে কারখানায় উৎপাদনে ৮.৯৭%, পরিবহন পেশার ৬.৮৫ ও নির্মাণ শিল্পে ৬.৭৯% শ্রমিক জড়িত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় সরকার উখিয়া ও টেকনাফে শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। পারিবারিক জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক আগমনে ৫০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি, দৈনিক শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস, ২,৫০০ পরিবারের দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, প্রায় ৫,৫০০ একর সংরক্ষিত বন এবং ১,৫০০ হেক্টর বন্য প্রণীর বাসস্থান ধ্বংস হয়েছে Islam and Ahmed, (2017)। কক্সবাজার অঞ্চলে রোহিঙ্গা আগমনের পর উখিয়া ও টেকনাফের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মজুরির হারে পরিবর্তন দেখানো হয়েছে নিম্নরূপ (UNDP, 2018)।

**সারণী-৩ : মজুরির হারের পরিবর্তন**

| কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার মজুরির হারের পরিবর্তন | | |
|---|---|---|
| **শ্রমের মজুরি** | **টেকনাফ** | **উখিয়া** |
| সকল ধরনের শ্রমের মজুরি | -১৪.৩ | -৬.১ |
| কৃষি শ্রমের মজুরি | -১১.৩ | -১৭.৪ |

**Source :** UNDP Household Survey (2018)

উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সকল ধরনের শ্রমের মজুরি হ্রাস পেয়ে টেকনাফে হয়েছে ১৪.৩% এবং সকল ধরনের শ্রমের মজুরি হ্রাস পেয়ে উখিয়ায় হয়েছে ৬.১%। অর্থাৎ সকল ধরনের শ্রমের মজুরি উখিয়ার তুলনায় টেকনাফে বেশি কমেছে। এছাড়া টেকনাফের কৃষি শ্রমের মজুরি হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১১.৩% এবং উখিয়ায় কৃষি শ্রমের মজুরি হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৭.৪%। অর্থাৎ এখানে বিপরীত চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা হলো- কৃষি শ্রমের মজুরি টেকনাফের তুলনায় উখিয়ায় বেশি কমেছে।

সস্তা শ্রমের অবাধ সরবরাহের ফলে ও শ্রমের মূল্য কমে যাওয়ায় স্থানীয় এ সকল প্রান্তিক কৃষি ও মৎস শ্রমিকের জীবনে ঝুঁকি বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে। কৃষির পাশাপাশি এ এলাকার উপকূলীয় অঞ্চলের জমিতে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি চাষ হয়। ফলস্বরূপ স্থানীয় উৎপাদন (হ্যাচারি) এবং রপ্তানীযোগ্য চিংড়ি চাষের উপর ভিত্তি করে মৎস শিল্পের বিকাশ সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণা এলাকায় প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শুটকি মাছও উৎপাদিত হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে সংগৃহীত মাছের ২৫-৩০% শুটকি মাছ হিসেবে প্রক্রিয়াজাত করা হয় Lemma et al., (2018)। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট চাষের জমি ভাড়া দেওয়ায় চাষের কৃষিজমি কমেছে। কিছু বড় খামারি পরিবার নিরাপত্তার কারণে কক্সবাজার জেলা শহরে চলে গেছে এবং তাদের বাড়ি খালি রয়েছে বা ভাড়া প্রদান করেছে।

এ এলাকার বার্ষিক আয় প্রায় ২৪% কমেছে World Bank, (2019)। এছাড়া শ্রমিক এবং সেবা কর্মীদের সঙ্গে পরিবারের বার্ষিক আয় ৩০% এর বেশি কমেছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থার বিদ্যমান রেকর্ডে দেখা যায়, যেখানে শ্রমের মজুরি হ্রাস পায় সেখানে উৎপাদন এবং কৃষির আয়ের উন্নতি হয় (ISCG. Joint Multi-Sector Needs Assessment (J-MSNA, 2019)। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি-UNDP (২০১৮) তে দেখা যায়, শ্রমের দৈনিক মজুরি প্রায় ৬৫% কমেছে, যা ৫০০-৬০০ BDT থেকে ২০০ BDT পর্যন্ত হয়েছে। দৈনিক মজুরির সাথে সম্পর্কিত

পেশাসমূহ যেমন শ্রম এবং পরিষেবা, বার্ষিক আয়ের সর্বাধিক হ্রাস এবং পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারা শ্রম-ভিত্তিক আয়ে নিযুক্ত হওয়াকে একমাত্র বিকল্প পথ হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে স্বল্প মজুরি-ভিত্তিক পেশাগুলোতে হ্রাসপ্রাপ্ত আয়সহ পরিবারের বর্ধিত সংখ্যার দরিদ্র আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং এ খাতে বহিরাগত জনসংখ্যার একটি সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ নির্দেশ করে Taylor, (2020)।

## ৫.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

রোহিঙ্গাদের আগমনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পার্থক্যগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে। এক গবেষণায় ২০১৬ এবং ২০২০ সালের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা দেখিয়ে একটি দ্বি-মুখী পরিসংখ্যানগত প্রমাণ করে যে, এ সময় পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। এ অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের আগমনে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে কৃষি ও মৎস শ্রম হলেও উভয় খাতই উল্লেখযোগ্যভাবে তা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক আয় প্রায় ২৪% কমেছে, যা ১৮৭,০০০ টাকা থেকে ১৪৩,০০০ টাকায় এবং জমি ৩৯% কমেছে, ০.১৩ হেক্টর থেকে ০.০৮ হেক্টর হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলির উল্লেখযোগ্য হ্রাস সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এ গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষিজীবী পরিবার ছাড়া অন্যান্য সকল পরিবারের বার্ষিক আয় হ্রাস পেয়েছে। পেশাজীবী পরিবারের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীতে সর্বোচ্চ আয় হ্রাস পাওয়া গেছে। বার্ষিক পারিবারিক আয় ৩৮% কমেছে, যা শ্রমিকদের জন্য ১০৪,০০০ টাকা থেকে ৬৫,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া চাকরি (৩৪%), ব্যবসা (৩০%) এবং জেলে (২৩%) পরিবারের বার্ষিক আয়ও হ্রাস পেয়েছে। তবে, রোহিঙ্গা আগমনের শুরুতে কৃষি কাজই ছিল একমাত্র পেশা যেখানে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি কাজ যাদের প্রধান পেশা ছিল তাদের পরিবারের বার্ষিক আয় ২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ১৮৮,০০০ টাকা থেকে ২৪৪,০০০ টাকা হয়েছে। বার্ষিক আয়ের পরিবর্তনের পরে বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তির পরিবারগুলো সর্বোচ্চ আয়ের অবস্থানে ও স্থানীয় শ্রমিকরা সর্বনিম্ন আয়ের অবস্থানে রয়েছে। একই রকম পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায় চাকরিজীবী, জেলে এবং ব্যবসায়ী পরিবারগুলিতে যাদের আয় কমে যথাক্রমে ৪৫%, ৩৩% এবং ৭% হয়েছে Ullah et al., (2021)।

**সারণী-৩ : উভয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ**

| কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আগমনে টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার শ্রমিকের পেশাগত অংশগ্রহণ | | |
|---|---|---|
| **পেশাগত শ্রমের ধরণ** | **রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী%** | **স্থানীয় জনগোষ্ঠী%** |
| দিন মজুর | ১৩ | ১৩ |
| ভ্যান/রিক্সা | ০৮ | ০৯ |
| মাছ শিকার | ০২ | ০২ |
| কৃষি | ০৪ | ০৯ |

**Source :** Stateless Rohingya Refugee Integration in Informal Economi, A Case from Cox's Bazar Districts in Bangladesh, 2021

উক্ত গবেষণায় দেখা যায়, উখিয়া ও টেকনাফের প্রায় ৩৩% স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ সংশ্লিষ্ট দিন মজুর, ভ্যান/রিক্সা চালক, মৎসজীবী ও কৃষি কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। এছাড়া উখিয়া ও টেকনাফের প্রায় ২৭% রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ সংশ্লিষ্ট দিন মজুর, ভ্যান/রিক্সা চালক, মৎসজীবী ও কৃষি কাজের সাথে জড়িত রয়েছে Akhi, (2021)। অনির্দিষ্ট সময় ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করায় শ্রমের মূল্য কমেছে। তবে, এ উপজেলা দু'টির ৩৩% স্থানীয় শ্রমিকরা কৃষি ও মৎস খাতে

উপায় না থাকায় তারা শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে ২৭% রোহিঙ্গা শ্রমিকরা কৃষি ও মৎস খাতে তাদের শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে।

২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নিম্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জেলে, শ্রমিক এবং সেবাকর্মী পরিবারের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২০ সালে এই সংখ্যা অন্যান্য পেশাগত পরিবারের তুলনায় বেশি। নিম্ন, মাঝারি এবং উচ্চ পেশাগত বন্টন বিবেচনা করলে সেবাকর্মীদের ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণির পরিবারের সংখ্যা ৯% থেকে ৭৩% এ পৌঁছেছে। যা ২০১৬ সালে সেবাকর্মীদের মধ্যে ৯% নিম্ন শ্রেণির ছিল। কিন্তু ২০২০ সালে নিম্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে এটি ৭৩% এ পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি ১০% থেকে ৬৮% এবং জেলেদের ক্ষেত্রে এটি ১৮% থেকে ৬৭% হয়েছে। নিম্ন শ্রেণির বৃদ্ধির এই উচ্চ হার ইঙ্গিত দেয় যে রোহিঙ্গা আগমনের পরে এই পেশাসমূহে সবচেয়ে বেশি আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এই পেশাগুলিতে বার্ষিক আয়ের উল্লেখযোগ্য হ্রাসও এই যুক্তিকে সমর্থন করে Ullah et al., (2021)।

## ৫.২ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন

টেকনাফ ও উখিয়া অঞ্চলে চাষের জমি হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চাষের জমি ০.১৩ থেকে ০.০৮ হেক্টরে হ্রাস পেয়েছে এবং গড় জমি প্রায় ৪০% হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং হ্রাসপ্রাপ্ত জমির মালিকানা এবং জমি রোহিঙ্গা আগমনের সাথে একটি সম্ভাব্য সম্পর্ক ছিল। রোহিঙ্গা আগমনের পরে বিবেচিত গবেষণা এলাকায় বার্ষিক আয় প্রায় ২৪% হ্রাস পেয়েছে। এ দুটি উপজেলায় কেন্দ্রীভূত প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয় দেওয়ার প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। এ এলাকায় শ্রমিক এবং সেবাকর্মীদের পরিবারের বার্ষিক আয় ৩০% এরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। এই ফলাফলগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিদ্যমান চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে শ্রমের মজুরি হ্রাস কৃষির জন্য উৎপাদন এবং আয় উন্নত হয়েছে UNDP, (2018)। এছাড়া শ্রম এবং পরিষেবার মতো দৈনিক মজুরির সাথে সম্পর্কিত পেশাগুলিতে বার্ষিক আয় সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে এবং পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কম আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেশিসংখ্যক মানুষ সামাজিক কাঠামোর ক্ষয়িষ্ণুতার ইঙ্গিত দেয়। ২০১৭ সালের শুরুতে রোহিঙ্গা আগমনে স্থানীয় বাসিন্দাদের ৭২% ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিল। যা পরবর্তীতে তাদের ৬০% নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। টেকনাফে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সময়ের সাথে সাথে ইতিবাচক থেকে নেতিবাচকে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে রোহিঙ্গা উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকায় পরিবর্তন হচ্ছে। আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের মধ্যে ৯৪% পরিবার জানিয়েছে যে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর সমস্যা তৈরির জন্য রোহিঙ্গারা দায়ী Ullah et al., (2021)।

কুতুপালং গ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাসিন্দার মতে, ২০১৭ সালের মতো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্য সময়ে এতো দেখি নাই। রোহিঙ্গারা এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করায় স্থানীয় ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন যদি তাদের বাংলাদেশি কারিকুলামে লেখাপড়া থাকে অর্থাৎ সার্টিফিকেট হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আমাদের সন্তানদের সাথে তারা আগামীতে শ্রম বাজারেও প্রতিযোগিতা করবে। এটা দেশের জন্য আগামীতে কতটুকু ক্ষতির কারণ হতে পারে তা এখনই বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। একই গ্রামের বাসিন্দা বলেন, নতুন আগত রোহিঙ্গারা বেশি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তারা স্থানীয়দের বাসাবাড়িতে কম পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রকার কাজ করছে। এতে স্থানীয় দিনমজুর বা শ্রমিকগণ আগের ন্যায় কাজ বা মজুরি পাচ্ছে না। এছাড়া লেদা গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ও টমটম চালক মো: সলিম বলেন, টমটম বা রিক্সা চালাতে আমাদের লাইসেন্স লাগে, কিন্তু তাদের (রোহিঙ্গাদের) লাইন্সে লাগে না। জানা যায় টমটম চালক সমিতির পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের যেন লাইসেন্স ছাড়া টমটম, সিএনজি ও ট্রাক চালাতে না পারে এ জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে

প্রতিবাদ লিপি প্রদান করা হয়েছে। একজন এনজিও কর্মী বলেন, স্থানীয়দের যারা যোগ্য তাদের কিছু চাকুরী হয়েছে। কিন্তু এর বাহিরে অনেক মানুষ রয়ে গেছে। এখানে স্থানীয়দের খুব একটা চাকরি হয়নি, যা হয়েছে বাহিরের অর্থাৎ অন্য জেলার যোগ্যদের চাকুরি হয়েছে বেশি। কুতুপালং এর কৃষক বকুল বলেন, তারা আমাদের জমি দখল করে বসবাস করছে। যে জমি থেকে আমরা ফসল পেতাম সে জামিতে ঘব-বাড়ি, কাঁচা টয়লেট ও ড্রেন তৈরি করায় এখন আর ফসল চাষ করা যায় না। বালুখালি গ্রামের গিয়ে দেখা যায়, অনেক কৃষি জমিতে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্য-সামগ্রীর ফেলে দেওয়া প্যাকেটজাত প্লাস্টিকে কৃষি জমি ভরাট হয়ে গেছে এবং এ জমিটি এখন চাষের অনুপোযোগী। এ্যাকশান এইড নামের এনজিও প্রতিনিধি বলেন, যারা যোগ্য তাদের কিছু চাকুরী হয়েছে। কিন্তু এর বাহিরে অনেক মানুষ রয়ে গেছে, তারা খুব একটা ভালো নেই। কুতুপালং এর কৃষক বলেন, তারা আমাদের জমি দখল করে বসবাস করছে। যে জমি থেকে আমরা ফসল পেতাম সে জামিতে ফসল হয় না। জমি ভাড়া দিলে ঘর প্রতি স্থানীয়রা ১০০/২০০ টাকা পায়। কুতুপালং গ্রামের স্থানীয় দোকানদার জানায়, আগে দোকানে বেচা বিক্রি বেশি ছিল এখন কমে গেছে। কারণ ক্যাম্পের ভেতরে রোহিঙ্গারা নিজেরাই দোকান দিয়েছে। আমাদের দোকান ভাড়া বেড়েছে কিন্তু বিক্রি আগের মতো নেই। আমরা সমস্যায় যে আছি তা কাউকে বলতে পারছি না। স্কুল, কলেজে ভর্তি হতে জন্ম নিবন্ধন জোগাড় করতে হয় টাকা দিয়ে। আবার মুচুনী গ্রামের স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, কৃষি কাজ কমে যাওয়ায় এখন অধিকাংশ মুচুনী বাসী ক্ষুদ্র ব্যবসায় জড়িত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও এখন আর আগের মতো বেচা বিক্রি নেই *করিম, মোঃ আলী*, (২০২৩)।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর রেকর্ডে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গা বসতির প্রকৃতপক্ষে টেকনাফের আশেপাশের স্থানীয় শ্রমিকদের ১৪.৩ শতাংশ আয় কমে গিয়েছে। তাদের আগমনের সময়কালে স্থানীয় শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ৪১৭ টাকা, পরে তা নেমে এসেছে ৩৫৭ টাকায় The Daily Star, (2019a)। প্রকৃতপক্ষে নিম্ন আয়ের মানুষের সাথে তারাও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র লোকেরাও ক্রমশ বেকার হয়ে পড়েছে Khan, (2017)। উৎপাদন স্তরের ঘাটতি, সরবরাহ এবং সম্পদের প্রয়োজনেও ভারসাম্যহীনতা বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোহিঙ্গাদের আগমনে দারিদ্র্যের হার প্রায় তিন শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় ৭৫,০০০ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের দারিদ্র্যের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে Karim, (2017)। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত "বাংলাদেশ দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন" অনুযায়ী কক্সবাজারে রোহিঙ্গা জনসংখ্যার আগমন স্থানীয় দারিদ্র্যের মাত্রা প্রায় ৫২ শতাংশ বাড়িয়েছে। অগাস্ট, ২০১৭ থেকে মে, ২০১৮ সালের মধ্যে এ এলাকার গড় দৈনিক মজুরি প্রায় ২৪ শতাংশ কমে গেছে The Daily Star, (2021)।

### ৫.৩. উর্ধ্বমুখী চাপে স্থানীয় শ্রম বাজার

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যসমূহের আলোকে গবেষণা এলাকা উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গাদের আগমনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের শ্রম বাজারে প্রভাব ফেলছে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমের বাজার, সুযোগ, পরিবেশ, সম্পদ, অবকাঠামো এবং জনসেবায় স্থানীয়ভাবে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। রোহিঙ্গাদের আগমনের পর স্থানীয় দিনমজুর সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। রোহিঙ্গারা শিবিরে বাস করে, নিয়ম না থাকলেও তারা দু'টি উপজেলায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। এখানে তারা বাংলাদেশে কোনও কাজের আইনী অনুমোদনের প্রয়োজন মনে করে না। ফলে রোহিঙ্গা পুরুষরা ক্যাম্পের বাইরে অনেক জায়গায় অবৈধভাবে কম মজুরিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয় এবং স্থানীয় শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্থানীয় বেশিরভাগ মানুষই পেশায় কৃষক বা জেলে হওয়ায় স্থানীয় কৃষকগণ

চুক্তিভিত্তিক মজুরিতে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকতে পারছে না। তারা কম মজুরিতে তাদের পরিষেবা দেওয়ার কারণে স্থানীয় লোকেরা সম্ভাব্য শ্রম বাজার বা কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাচ্ছে। যেহেতু রোহিঙ্গাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং তাদের বাংলাদেশে কোনো ধরণের চাকরির সুযোগ বা অনুমোদন নেই, তাই তারা রিকশা চালনোর কাজ বেছে নেয়। যা অন্যান্য পেশার তুলনায় এটি তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ Idrish, (2024)। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল বোঝা হিসেবে স্থানীয় এলাকার জন্য অনেক সমস্যা তৈরি করছে।

রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে বিধায় উক্ত তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, রোহিঙ্গা সংকটের বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রম বাজারে প্রভাবের কারণে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্থ করছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাম্প্রতিক ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং উপস্থিতি প্রধানত শ্রম বাজারে প্রবেশ স্থানীয়দের আয় ও কর্মসংস্থানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছে। যার ফলে স্থানীয় জনগণ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে মাঝে-মধ্যে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এ সংকট বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থানে দুর্বল অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। রোহিঙ্গা আগমনের কারণে স্থানীয় বাজার ব্যবস্থায় স্থানীয় শ্রমিকরা ৭০০ টাকা মজুরি পেলেও রোহিঙ্গা শ্রমিকরা সারা দিনে মাত্র ৩৫০-৪৫০ টাকায় কাজ করে থাকে। কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফ অঞ্চলে স্থানীয় জনসংখ্যা রয়েছে মাত্র ৫ লাখ এবং প্রায় ১৩ লাখের বেশি রোহিঙ্গা জনসংখ্যা হওয়াটা এ অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ওপর কী পরিমাণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা সহজেই অনুমেয়। একজন স্থানীয় শ্রমিককে নির্দিষ্ট কাজের জন্য ৫০০ টাকা দিতে হতো, সেখানে ২৫০/৩০০ টাকায় রোহিঙ্গা শ্রমিক পাওয়া গেলে শ্রমবাজারে মজুরির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। রোহিঙ্গাদের তুলনায় কম মজুরিতে স্থানীয় লোকেরা শ্রম দিতে না চাওয়ায় তারা শ্রম বাজারের সুযোগ হারাচ্ছে। বাংলাদেশের আইনে রোহিঙ্গাদের চাকরির সুযোগ না থাকায় তাই তারা সহজ উপায় হিসেবে টমটম, রিকশা-ভ্যান চালনো ও হোটেল-এর কাজ বেছে নেয়। অন্যান্য পেশার তুলনায় এটি তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল বোঝা হিসেবে দেখা হচ্ছে; কারণ তারা স্থানীয় এলাকার জন্য অনেক সমস্যা তৈরি করছে। এতে করে এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কক্সবাজার জেলা কৃষি ও মৎস আহরোণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব একটি জাতীয় চ্যালেঞ্জ। বিপুল রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের তাৎক্ষণিক প্রভাবে মৌলিক পণ্যের দাম বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে দৈনন্দিন শ্রমিকের মজুরি কমেছে, বিপুল সংখ্যক লোকের দারিদ্র্যসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে Islam and Ahmed, (2017)। এ পরিস্থিতিতে শুধু রোহিঙ্গাদের জন্যই নয়, স্থানীয় জনসংখ্যার জন্য আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে Khatun et al., (2018)।

এ পরিস্থিতিতে কৃষি ও মৎস খাতের শ্রমিকরা ক্রমশ চাপের মধ্যে পড়ছেন। শরণার্থীদের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞার নীতি এবং সাম্প্রতিক কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের বাইরে যেতে বাধা দিলেও ক্যাম্পের অভ্যন্তরে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা অন্যান্য স্থানে গিয়ে জীবন-যাপনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছে। যার প্রভাবে স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রম বাজার ব্যবস্থাপনায় নতুন গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে কিছু উপায় বিবেচনা করা যেতে পারে। এ সংকট কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়ে নিম্নে কিছু সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো-

ক. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে ২০১৭ সালের পর বিশেষ করে শ্রম বাজার, কৃষি শ্রমিক ও মৎস্য শ্রমিকের মজুরি হ্রাসে ক্রমশ সংকট বাড়ছে। তাই কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের

সম্ভাবনাময় লবন শিল্প, শুটকি, নারিকেলজাত খাদ্য, পান-সুপারি ইত্যাদি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানা তৈরি করে স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

খ. ২০১৭ সালের পর থেকে বিজিবি কর্তৃক নাফ নদীতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ থাকলেও এখন তা সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে। এ খাত উন্মুক্ত করণের মধ্য দিয়ে শ্রম বাজার সম্প্রসরণ ও মৎস শ্রমিকগণের শ্রমের ন্যায্য মজুরি পেতে মৎস্য খাতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ঋণ সুবিধা এবং কৌশলী কর্মমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যত দ্রুত সম্ভব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্ম সহায়ক পরিবেশ প্রয়োজন। এ জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে কর্মসৃজন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঘ. এছাড়াও অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ ও অনাবৃষ্টির কারণে মাঝে মধ্যে সাগরে জেলেদের জালে পর্যাপ্ত মাছ উঠে না আসায় তাদের অনেকে সঞ্চয় ভেঙ্গে জীবন-যাপন করায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মৎসজীবী হিসেবে নিবন্ধন তালিকায় স্থানীয় জেলেদের সঠিক সংখ্যা না থাকায় নিব্ধনের বাহিরে থেকে যাওয়া অন্য জেলেরা সহায়তা পান না। তাই নিবন্ধনের বাইরে থাকা মৎস শ্রমিকগণের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ হিসেবে তাদের জন্য সূদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

ঙ. যেহেতু রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন এখনও অনিশ্চিত। এটি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা এখনই পরিকল্পনায় নিতে হবে। বিশ্লেষকদের মতে, রোহিঙ্গাদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়া কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে। আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত না থাকলে দীর্ঘমেয়াদে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে টিকিয়ে রাখা বাংলাদেশের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে যা আমাদের শ্রম বাজারে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ জন্য এ বিষয়ে এখনই ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

চ. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী ও অনিশ্চিত হওয়ায় বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, দেশি ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণী ব্যক্তিবর্গ ও দক্ষ কূটনীতির সমন্বয়ে এ সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট এর আলোকে টেকসই ও কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

ছ. সরকারি হিসেব অনুযায়ী ভ্যান-রিকশা চালানো, কৃষি কাজ, মাছ চাষ বা শিকার, দিনমজুরি, খণ্ডকালীন অনিয়মিত কাজ সবই কর্মসংস্থান। কিন্তু বাস্তবে এসব কাজ অনিশ্চিত, আয়-অপর্যাপ্ত, সামাজিক সুরক্ষাহীন। তাই টেকসই সমাধান হিসেবে যত দ্রুত সম্ভব বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সরকারীভাবে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কার্যত কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং বেকারত্ব নিরসনে সচেষ্ট হওয়া।

## ৬. উপসংহার

উপরোক্ত তথ্যসমূহের আলোকে বলা যায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রম বাজারে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি এখন কেবল স্থানীয় জনগণের উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে না বরং সারা বাংলাদেশে এর সঙ্কট সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনাও পরিবর্তন করেছে। তাই স্থানীয় জনগণের অসন্তোষ যাতে দেশে বৃহত্তর অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে নীতি নির্ধারিণী কর্তৃপক্ষের বা সরকারের দৃষ্টি রাখা খুবই জরুরি। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করায় স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রভাব দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় বলা যায়, রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘমেয়াদি হলে বাংলাদেশের শ্রম বাজারে বোঝা আরো বাড়তে পারে। বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে রোহিঙ্গাদের বোঝা বহন করা খুব কঠিন। উখিয়া-টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর

উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রম বাজারে অতিরিক্ত শ্রমিকের উপস্থিতিতে স্থানীয় কৃষি ও মৎস্য শ্রমিকের মজুরি হ্রাসের ফলে এ অঞ্চলে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ গবেষণার পরিসংখ্যান বলছে, রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘমেয়াদি হতে থাকলে স্থানীয় শ্রম বাজারের বোঝা এক পর্যায়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শ্রম বাজারের পরিস্থিতিকে নাজুক অবস্থায় ফেলতে পারে। এজন্য শ্রম বাজারে প্রভাব কৃষি ও মৎস্য শ্রমিকের মজুরি হ্রাস পরবর্তী প্রভাব হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে দেখা দিতে পারে। অতএব, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং একটি ব্যাপক ভিত্তিক সময়োপযোগী সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়বে। অবিলম্বে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সহায়তায় স্থানীয় শ্রমবাজারের সমস্যার সমাধানে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া নিকট ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা না থাকায় আশ্রয়দাতা স্থানীয় সম্প্রদায় এবং পরিবেশের উপর তাদের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। স্থানীয় পর্যায়ের কৃষি ও মৎস্য উভয় খাতের শ্রমবাজারকে বেশ প্রভাবিত করেছে। রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ উভয়ই তৈরি হয়েছে। এই গবেষণায় উখিয়া এবং টেকনাফের শ্রমবাজারের গতিশীলতা অন্বেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে শ্রমের বর্ধিত ক্ষেত্রে স্থানীয়দের চাহিদা কমে যাওয়া এবং দক্ষতায় প্রয়োজনীয়তার সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলোকে প্রতিফলিত করেছে।

**তথ্যসূত্র**


Aghazadeh, Dr. Ismail. (1994). Fisheries Socio- Economic Analysis and Policy. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/field/003/ac385e/AC385E00.htm#TOC

Ahmed, I. (2015). Getting ready to become a middle income country in The Daily Star. July 3. pp. 1-2

Akhi, Nishat Tasnim (2021). Stateless Rohingya Refugee Integration in Informal Economi, A Case from Cox’s Bazar Districts in Bangladesh. Australi, p. 15-16

Alam, M. (2018). How the Rohingya Crisis Is Affecting Bangladesh–And Why It Matters. The Washington Post, 12.

Ali, Md. Liaquat. (2014). *Fisher’s access to fisheries resources under different management systems and their livelihood issues*. Bangladesh Agricultural Research Council, Dhaka. pp. 161-180.

At the time of fieldwork (May–June 2018). UNDP household survey 2018.

Babu, K.-E.-K. (2020). The impacts and challenges to host country Bangladesh due to sheltering the Rohingya refugees. Cogent Soc. Sci. 6, 1770943

Baldwin, C & Marshall, ARC (2018). ‘Rohingya refugees test Bangladeshi welcome as prices rise and repatriation stalls’, Reuters, 28 February, viewed 28 July 2019.

Bangladesh Bureau of Statistics And Informatics Division (BBS), (2018)

Bangladesh Bureau of Statistics And Informatics Division (BBS), (2022).

Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS) (2017). *Rohingya refugee crisis in Bangladesh: A security perspective,* Dhaka, viewed 22 July 2019.

Basak, J.K. (2013). *Accumulation and Alienation: State of Labour in Bangladesh 2013*. Unnayan Onneshan

BBS (2017c). Household Income and Expenditure Survey 2016. Dhaka: BBS

BBS, (2017). Quarterly Labour Force Survey Bangladesh 2015-16. *Ministry of Planning: Bangladesh*

Chambers, R. (1986). 'Hidden Losers? The Impact of Rural Refugees and Refugee Programs on Poorer Hosts', in International Migration Review, Vol. 20, No. 2, Special Issue: Refugees: Issues and Directions, pp. 245-263

Crabtree, K. (2010). Economic Challenges and Coping Mechanisms in Protracted Displacement: A Case Study of the Rohingya Refugees in Bangladesh, *Journal of Muslim Mental Health*, 5,1, pp. 41-58.

Duraiappah, A.K. (1998), Poverty and environmental degradation: A review and analysis of the Nexus. World Dev. 26, 2169–2179

Emese Laura László, (2016-2018). The impact of refugees on host countries: A case study of Bangladesh under the Rohingya influx, Development and International Relations Master's Programme ALLBORG UNIVERSITY, Denmark.

Ground Truth. (2018). Cox's Bazar-Bulletin #1 Needs and services. (http://groundtruthsolutions.org/our-work/feedback-rohingya-bangladesh/)

Hitchcock, G., and Hughes, D. (1995). *Research and the Teacher: A Qualitative Introduction to School-Based Research.* London: Routldge

http://fao.org/docrep/field/003/ae385e/AC385E05.htm

Hussain, M. (2016). Fisheries Statistics in Bangladesh: Issues, Challenges and Plans. Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics, Thimphu, Bhutan, 15-19 February 2016. http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/apcas26/presentations/APCAS-16-6.3.2_-_Bangladesh_-_Fisheries_Statistics_in_Bangladesh.pdf

Ibrahim, A. (2016). "*The Rohingyas: Inside Myanmar's Genocide*". Oxford University Press, 21. p. 97

Idrish, Mohammad Hossain Bin and Ahmed, Faisal, (2024), *Department of GI Science and Geo-environment, Western Illinois University, Macomb, 61455 U.S.A.* GSC Advanced Research and Reviews, 18(01), 290–298

IFRC (2018a). 'Finding courage and drawing strength from helping others' (https://media.ifrc.org/

IFRC (2018b).'Bangladesh monsoon: acting lessons protect children from real risks' (https://media.ifrc.org/ifrc/2018/05/23/45314/)

ifrc/2018/01/04/finding-courage-drawing-strengthhelping-others);

Impacts of the Rohingya refugee influx on host communities. UNDP, (2018). *Impacts of the Rohingya refugee influx on host communities*. UNDP

ISCG Humanitarian Response Plan [September 2017–February 2018]. Final Report Humanitarian Response. Available online: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/humanitarian-response-plan-september-2017-february-2018-final-report (accessed on 11 November 2020).

ISCG. Joint Multi-Sector Needs Assessment (J-MSNA) (2019). Host Communities in Teknaf and Ukhiya Upazilas—September 2019. Available online: https://reliefweb.int/report/bangladesh/joint-multi-sector-needs-assessment-j-msna-host-communitiesteknaf-and-ukhiya (accessed on 27 November 2020).

Islam, M, A and Ahmed, S, U. (2017, September 11). *Rohingya crisis what will be the impact on economy of Bangladesh.* The Bangladesh Pratidin editorial review, p. 6

Karim, S. (2017, October 8). The Rohingya Crisis: The Economy Under Presure of Bangladesh. The daily Inqlab editorial review, p. 9

Khan, A, M. (2017). Addressing the challenges of Rohingya refugees: Repatriation issues, Green University Review of Social Sciences, 3, 2

Khatun, Dr. Fahmida. (2017). "Implecation of the Rohigya Crisis for Bangladesh". CPD. Kader, F. (2017)," Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: An Analysis of Socio-Economic and Environmental Problems in Bangladesh Myanmar Border Area". *Unpublished MSS dissertation,* University of Chittagong

Khatun, F., & Kamruzzaman, M. (2018). Fiscal Implications of Rohingya Crisis for Bangladesh, Centre for Policy Dialogue (CPD Working Paper 120), p.4

Kundu. N., Banu. A., Hosain. D.N., Azim. M.A. (2016). Skills for Dynamism in Labour Market of Bangladesh: Assessment of Allied Factors. *Bangladesh Journal of Political Economy,* Vol. 32, Issue 1

Lemma, A. F., Quattri, M., Hagen-Zanker, J., Wake, C., & Eusuf, S. R. (2018). Strategies for inclusive growth in Cox's Bazar- Bangladesh Economic Dialogue on Inclusive Growth-EDIG report-4. UK AID, The Asia Foundation.

Maanen, J. V. (1979). Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: A Preface. *Administrative Science Quarterly, 24*(4), 520-526. doi:10.2307/2392358

Market Demand Analysis For Cox's Bazar District, Brac (Draft report) on 4 July, (2021). *Skill Development Programme,* Brac; file:///E:/Local%20Disk-Market-demand-for-Coxs-Bazar-district_BRAC-SDP_Innovision_July-2021.pdf

Maystadt, J.-F.; Hirvonen, K.; Mabiso, A.; Vandercasteelen, J. Impacts of Hosting Forced Migrants in Poor Countries. Annu. Rev. Resour. Econ. 2019, 11, 439–459.

Md. Rezaul Karim, Asaduzzaman Saadi, Tanjim Tamanna, (30 December 2015). Labour in Fishing Sector of Bangladesh, *Mapping, Status and Awareness about Rights,* Bangladesh Institute of Labour Studies Dhaka,

Mehebub Sahana, Selim Jahangir, and Md. Anisuzzaman, (2019). "Forced Migration and the Expatriation of the Rohingya: A Demographic Assessment of Their Historical Exclusions and Statelessness," *Journal of Muslim Minority Affairs,* 39, No. 1, January 2, pp. 44–60, https://doi.org/10.1080/1360200 4.2019.1587952, p. 45.

Mohammad Hossain Bin Idrish and Faisal Ahmed, (2024). GSC Advanced Research and Reviews, Deconstructing the nexus between the influx of Rohingya refugees and the economy (Labor) in Cox's Bazar, Bangladesh, GSC Advanced Research and Reviews, 18(01), pp. 290–298

Moslehuddin, A.Z.M.; Rahman, M.A.; Ullah, S.M.A.; Moriyama, M.; Tani, M. Physiography, (2018). Forests, and People in Teknaf. In Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh; Springer: Singapore, pp. 11–40

Mowla, Qazi Azizul, and Sharif Tousif Hossain. (2021). "Rohingya Settlements in Ukhia and Teknaf and Its Impact on the Ecosystem." *International Journal of Society Systems Science* 08 (01): 62–82.

MRAG. (2011). Fisheries and livelihood. Fisheries Management Science Programme (FMSP), Marine Resources Assessment Group (MRAG), and Department for International Development (DFID), London. www.mrag.co.uk/Documents/PolicyBrief4_ Livelihoods.pdf.

Myat, L. (2018). The Rohingya refugee crisis: Social, economic and environmental implications for the local community in Bangladesh (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Humanities, Arts and Social Sciences.

Oya and Pontara, (2015). "Introduction: Rural Wage Employment in Developing Countries," in: Rural Wage Employment in Developing Countries: Theory, Evidence and Policy

Post, L.; Landry, R.; Huang, (2019). *C. Moving beyond the Emergency: A Whole of Society Approach to the Refugee Response in Bangladesh,* CDGIRC, Note. Available online: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23475&Lan- (accessed on 15 November 2020).

Post, L.; Landry, R.; Huang, C. (2019). Moving beyond the Emergency: A Whole of Society Approach to the Refugee Response in Bangladesh, CDGIRC Note. Available online: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23475&Lan- (accessed on 15 November 2020).

Preliminary Cox's Bazar labor force survey (2018)

Quader, M.A.; Dey, H.; Malak, M.A.; Sajib, A.M. (2020). *Rohingya refugee flooding and changes of the physical and social landscape in Ukhiya*, Bangladesh. Environ. Dev. Sustain. 1–25

Ruiz I. & Vargas-Silva C. (2013). The Economics of Forced Migration, The Journal of Development Studies, 49:6, 772-784, DOI: 10.1080/00220388.2013.777707; (https://www.refugee-economies.org/assets/downloads/Journal_Ruiz_and_Vargas-Silva_2013.pdf)

Sood, A. and Seferis, L. (2014) *"Syrians contributing to Kurdish economic growth"* Forced Migration Review 47

Sullivan, D. (2018). *Field report. Unnatural disaster: aid restrictions endangering Rohingyaahead of monsoons in Bangladesh*. Refugees International (www.refugeesinternational.org/reports/rohingyalivesatrisk)

Sultana, Parvin, Thompson, Paul, Ahmed, Mahfuzuddin, (2003). Understanding Livelihoods Dependent on Inland Fisheries in Bangladesh and Southeast Asia.World Fish Center

Taylor, J.E. (2020). Research: Refugees Can Bolster a Region's Economy. Available online: https://hbr.org/2016/10/research-refugeescan-bolster-a-regions-economy, accessed on 25 November

The Daily Star. (2019a). Rohingya influx caused reduction of wages in host community: report. https://www.thedailystar.net/city/news/rohingya-influx-caused-reduction-wages host-community-report-177696

The Daily Star. (2021). Refugee influx raises local poverty levels. https://www.thedailystar.net/editorial/news/refugee-influx-raises-local-poverty-levels-1811116

The survey was conducted for the "Market Assessment and Value Chain Analysis study For Gender-inclusive Pathways out of Poverty for Vulnerable Households in Cox's Bazar, Bangladesh" (April, 2019) by Innovision Consulting Private Limited.

Timmer, C.P. (1987). "The Agricultural Transformation", in H. Chenery and T.N. Srinivasan (eds), Handbook of Development Economics, Vol. 1, pp. 275-331

Titumir, R.A.M. and Hossain, J. (2003). Learning for Skill Formation and Employability: A Strategic Framework for Informal Sector in Bangladesh. *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Bangladesh, vol. XXVI, 2003, pp 17-38

Ullah, SMA.; Asahiro, K.; Moriyama, M.; Tani, M. (2021). *Socioeconomic Status Changes of the Host Communities after the Rohingya Refugee Influx in the Southern Coastal Area of Bangladesh.* Sustainability, 13, 4240. https:// doi.org/10.3390/su13084240)

UNDP, (2018). Impacts of the Rohingya Refugee Influx on Host Communities—Bangladesh | ReliefWeb. Available online: https://reliefweb.int/report/bangladesh/impacts-rohingya-refugee-influx-host-communities (accessed on 12 November 2020).

UNHCR, (2024). 31 December, 2024, GoB-UNHCR Joint Registration Excercise (https://mail.goole.com/mail/u/0/#inbox?projector=1)

United Nations Development Programme (UNDP) (2018), Impacts of the Rohingya refugee influx on host communities, UNDP, Dhaka, Viewed 27 July 2019.

World Bank (2007a). World Development Report 2008: *Agriculture for Development,* Washington, DC

World Bank, (2012). "World Development Report 2013: Jobs," *World Bank,* Washington, D.C.

"The World Bank: Bangladesh", (2019). p-all. Organisation, The World Bank, https://data.worldbank.org/ country/bangladesh.

World Bank, (2019). Bangladesh Poverty Assessment; World Bank: Washington, DC, USA

World Food Programme (WFP) (2017). Livelihoods in the Teknaf-Ukhia peninsula: Baseline study, 2017, World Food Programme, Dhaka, viewed 26 September 2019.

Xchange. (2018a). Snapshot Survey: An Insight into the Daily Lives of the Rohingya in Unchiprang& Shamlapur. (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/snapshot-survey-xchange-2018. pdf#page=5&zoom=auto,-82,574)

*দৈনিক বণিক বার্তা,* ২৪ মার্চ, (২০২৫). তথ্যসূত্র: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা পরিসংখ্যান/বিশ্বব্যাংক

করিম, মোঃ আলী, (২০২৩). *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব,* অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

[**Abstract :** The recent influx of the Rohingya population in Bangladesh has created multi-dimensional crises and one of the problems is the local labor market. There are currently about 1.3 million Rohingya people living in Bangladesh. It is simply more than double the number of local people living in Ukhiya and Teknaf Upazilas. It is natural that the sudden presence of a large number of people in such a short period of time will have an impact on the local labor market in Cox's Bazar. The local community has faced numerous challenges and obstacles as a result of the Rohingya group's presence and settlement in this area. The local labor market is under "pressure," especially for the local laborers, as a result of the Rohingyas' willingness to work at cheaper wages. Substantial fluctuations in the relative costs of goods and services are likely outcomes in such a context. Businessmen profit from local price hikes for food and daily necessities, though the issues facing local laborers and the marginalized and landless farmers have become increasingly complex. This paper examines how the presence of Rohingya has affected the local labor market, emphasizing both the labor flow and declining labor wages, particularly in the fishing and agriculture sectors. The research was conducted in the Ukhia and Teknaf Upazilas of Cox's Bazar district. This study used both quantitative and qualitative data and information. It can be concluded from the research data that the presence of the Rohingya population in the local market in these two above-mentioned Upazilas is increasing unemployment and creating social unrest. To solve this, the Bangladesh government might explore ways to provide local residents with alternative employment opportunities along with different sources of income.]